শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আত্মশক্তি লাইব্রেরী

৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৩১

মূল্য পাঁচ আনা

১৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চেরী প্রেস লিঃ কোং হইতে
আর, কে, রাণা দ্বারা মুদ্রিত।

সিন ফিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়র্লণ্ডে ইংরাজাধিকার

আজকাল বক্তারা বক্তৃতার মুখে প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, আয়র্লণ্ডবাসিদিগের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডের সহিত মিলনপ্রার্থী তাহাদের ন্যায্য অধিকারটুকু না দিবার ফলেই আয়র্লণ্ডে যত মারামারি, লাঠালাঠির উৎপত্তি। ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইলেই আয়র্লণ্ড শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ হইয়া উঠিবে। কথাটা বেশ আশাপ্রদ বটে; কিন্তু আয়র্লণ্ডের সমগ্র ইতিহাস একটু চোখ খুলিয়া পড়িলে কথাটা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। যেখানে ভৌগোলিক

সম্বন্ধ ভিন্ন আর সমস্ত সম্বন্ধ গায়ের জোরে পাতান, সেখানে কতটুকু অধিকার ন্যায্য আর কতটুকু অন্যায্য তাহা মীমাংসা করিবার উপযোগী দর্শনশাস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আয়র্লণ্ড সে কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়িয়া আসিতেছে। রেডমণ্ড দলের চেষ্টা সে বিদ্রোহের ক্ষণিক বিরতি মাত্র।

আয়র্লণ্ড বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া লিমারিকের Limerick পতন পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল আয়র্লণ্ডে লড়ালড়ি কখনও থামে নাই। ইংলণ্ডের রাজগণ আয়র্লণ্ডকে শুধু রাজনৈতিক হিসাবে পরাধীন করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, ছলে, বলে, কৌশলে উহার আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতারও লোপ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর আইরিশেরা প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই হোক, ইংরাজকে আপনাদের দেশ ও মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিত। এত দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব ইতিহাসে আর বড় একটা দেখা যায় না, কেননা ইহা শুধু “বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি” নহে, ইহা দুইটী জাতীয় প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। ইংরাজ যাহাকে বাহুবলে জয় করিয়াছে,

তাহাকে কখনও প্রেমের বলে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; এমন কি প্রথম আয়র্লণ্ড বিজয়ের পর ইংরাজ রাজপুরুষেরা আইরিসদিগকে তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতেই দিতেন না। কিন্তু আইরিস প্রকৃতি অন্যরূপ। যে সমস্ত ইংরাজ দুই পুরুষ ধরিয়া আয়র্লণ্ডে গিয়া বাস করিত, আইরিস প্রকৃতির গুণে তাহারা একেবারে হাড়ে হাড়ে আইরিস হইয়া যাইত। দেশের স্বাধীনতার জন্য খাঁটি আইরিসেরা যেমন প্রাণপণ করিয়া লড়িত, ইহারাও সেরূপ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বকৃতভঙ্গ ইংরাজ-সন্তানের উপর আর খাঁটি ইংরাজের বিশ্বাস করিবার উপায় ছিল না।

লিমারিকের যখন পতন হইল, তখন ইংলণ্ড ভাবিলেন যে, এত দিনে তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে; আয়র্লণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই আয়র্লণ্ডের তখন আর উত্থান-শক্তি নাই। সেই সুযোগে বাঁধনের উপর বাঁধন চড়াইয়া ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড কয়েদ-খানা করিয়া তুলিলেন। আইনের চক্ষে আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক সমাজের অস্তিত্বই রহিল না। তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা বেশ নির্ম্মম ভাবেই ধ্বংস করা হইল। প্রোটেষ্টাণ্টেরা

তাহাদের উপর খবরদারি করিবার অধিকার পাইলেন। ইংলণ্ডের পোষ্যপুত্ররূপে তাঁহারাই হইলেন—ঐ জেলখানার দারোগা। কিন্তু জেলখানার এমনি একটা গুণ আছে যে, সেখানে ঢুকিলেই কয়েদীই হোক আর দারোগাই হোক, সকলকেই পুরা মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে সকল ইংরাজেরা আয়র্লণ্ডে শান্তিরক্ষকরূপে বাস করিলেন, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন যে, খাঁটি আইরিসদিগের উপর অত্যাচার করিবার সুখটুকু তাঁহাদের আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা তাঁহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সাজিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়েন না। ঘরের ঠাকুর হইলে যে বিদেশের কুকুর হইতে হইবে, এমন ত কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তাই তাঁহারা স্বর ধরিলেন যে, আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধীন হইয়া থাকিবে না। অনেক কথা কাটাকাটি চলিল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কখন বা রাগ করিলেন, কখন বা ভয় দেখাইলেন; শেষে যখন দেখিলেন যে, আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টেরা বড় বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন অগত্যা তাঁহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন। স্বীকৃত হইবারই কথা। কিছুদিন আগে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, পাছে আয়র্লণ্ডও সেই

পথ ধরে, এ ভয় তাঁহাদের মনে যথেষ্টই ছিল। শুধু কথায় ভুলিবার পাত্র তাঁহারা নহেন। ফলে লিমারিকের পতনের পর একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ডের উপর কর্ত্তৃত্বসত্বত্যাগ করিয়া এক আইন (Renunciation Act, 1783) বিধিবদ্ধ করিতে হইল। স্থির হইল যে, আয়র্লণ্ডের লোকে আইরিস পার্লামেণ্ট ও রাজা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন ভিন্ন অন্য কোনও আইন মানিতে বাধ্য নহে।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশটা যেন আবার একটু বাঁচিয়া উঠিল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প আবার মাথা তুলিল। জাতীয় পতাকা কাঁধে লইয়া আবার আয়র্লণ্ডের বাণিজ্যতরী সমুদ্রবক্ষে দেখা দিল। দেশের সৌভাগ্য বলিতে তখন অবশ্য প্রোটেষ্টাণ্টদিগেরই সৌভাগ্য বুঝাইত; কেননা আয়র্লণ্ডের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তখন তাহাদেরই হাতে ন্যস্ত। তবে ক্যাথলিক সম্প্রদায় নানা বিষয়ে কঠোর শাসনের অধীন হইলেও সে সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। মানুষ খেয়াল বা বিদ্বেষের বশে অপরের জন্য যতই কঠোর বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলুক না কেন, এক সঙ্গে থাকিতে গেলে সে সমস্ত আর কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারে

না। ক্যাথলিকদিগের পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার না থাকিলেও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলেন। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে ক্যাথলিক, সেখানে ক্যাথলিকদিগের ভোট পাইতে হইলে, কাজেকাজেই প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ক্যাথলিকদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। বাস্তবিকই ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি আইরিস পার্লামেণ্টের ঘাড়ের উপর বসিয়া না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব কঠোর আইনগুলিই তিরোহিত হইতে পারিত।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ডের প্রাণে সহিল না। ইংলণ্ড যখন প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আয়র্লণ্ডের কর্ত্তৃত্বভার দিয়াছিলেন তখন আশা করিয়াছিলেন যে আইরিসেরা চির-দিনের জন্য দুইটী পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। আইরিস জাতির পরকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতায় ইংরাজেরা বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়কার আর্কবিসপ বৌলটার (Archbishop Boulter) তাই লিখিয়া গিয়াছেন:—The worst of this is that it tends to unite Protestant with Papist, and whenever that happens, good bye to the English interest in Ireland for ever," "এই

সম্মিলনপ্রবণতার ফলে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক এক হইয়া যায়, আর তাহা ঘটিলে ইংরাজের স্বার্থসংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া উঠে"। কিন্তু আইরিস কর্ত্তৃপক্ষের অতি বুদ্ধির দোষে রাম উল্টা বুঝিয়া বসিল। তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ শুধু ক্যাথলিকদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; প্রেসবিটারিয়ানদিগকেও তাহার যথেষ্ট ভাগ লইতে হইত। এই উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া আয়র্লণ্ডে "ইউনাইটেড আইরিসমেন" (United Irishmen) নামে এক নূতন দল গড়িয়া তুলিল। সমস্ত সম্প্রদায়ই যাহাতে আইরিস পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকারী হয়, অনেকদিন ধরিয়া তাহারা সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা প্রাণপণে সে সংকল্পে বাধা দিতে লাগিলেন। শেষে আইরিসেরা বেশ বুঝিতে পারিল যে, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিলে আয়র্লণ্ডের যথার্থ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। "ইউনাইটেড আইরিসমেন" তখন গুপ্তসভায় পরিণত হইল! আয়র্লণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবার ইহাই প্রথম চেষ্টা। ফরাসী "দিরেক-তোয়ার" (Directoire) এর সহিত এই গুপ্তসভার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। স্থির হইল যে, ফরাসীরা সৈন্য পাঠাইয়া আইরিসদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু অল্প-

দিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ ইংরাজ মন্ত্রিসভার কানে উঠিল। তাঁহারা যে প্রতিকার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে একাধারে হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস রস সম্মিলিত। তাঁহাদের গুপ্তচরেরা আয়র্লণ্ডে গিয়া স্থানে স্থানে বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া লোকসাধারণকে গুপ্তসভায় যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদিকে আইরিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার ভাণ করিয়া দলে দলে আয়র্লণ্ডে পল্টন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। বন্দোবস্ত যখন বেশ পাকা হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারাই বিদ্রোহ বনাইয়া তুলিয়া তাহা নির্ম্মমভাবে দমন করিতে লাগিয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিয়া অবধি ইংরাজেরা একদিনও স্বস্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এইবার তাঁহারা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার সংকল্প করিলেন। বিদ্রোহ ত শান্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আইরিস স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হইল। ইংরাজেরা বুঝিলেন যে, হয় আয়র্লণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, নয়ত উহাকে একেবারে ইংলণ্ডের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে হইবে। ইংরাজ মন্ত্রিগণ (Pitt ও Castlereagh) দেখিলেন যে, আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া জনকতক আইরিস সভ্যকে ইংরাজী পার্লামেণ্টভুক্ত করিয়া লইতে

পারিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আইরিস পার্লামেণ্টের বিনা সম্মতিতে ত তাহাকে উঠাইয়া দিবার উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তখন উৎকোচের ব্যবস্থা করিলেন। কাহাকেও বড় পদের লোভ দেখাইয়া, কাহাকেও পেন্সন দিয়া, কাহাকেও বা নগদ মূল্য ধরিয়া দিয়া, দুই দশ জনকে ভয় দেখাইয়া, উক্ত ব্যবস্থায় সম্মত করান হইল। সে সময়কার লোকসংখ্যার হিসাব করিলে আয়র্লণ্ডের যত জন সভ্য হওয়া উচিত তাহার অৰ্দ্ধেক সংখ্যক সভ্যও আয়র্লণ্ড হইতে লওয়া হইল না। সে সময়কার যে সমস্ত পত্রাদি আজকাল মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে আইরিস পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিবার মূল কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মুখে মন্ত্রিবর্গ বলিতে ছাড়িলেন না, যে, এই সম্মিলন ব্যবস্থা উভয় দেশের মঙ্গল-কামনা-প্রসূত!

উভয় রাজ্যের এক পার্লামেণ্ট হইয়া যাইবার পর আয়র্লণ্ডের অভিজাতবর্গ ও নেতৃবৃন্দ অনেকেই ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাও ইংলণ্ডে হইতে লাগিল! ফলে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা আর আইরিস রহিলেন না, ইংরাজ হইয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ও দেখিলেন

যে সম্মান রাজনৈতিক অধিকার হইতে ক্যাথলিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইলে ইংরাজের সাহায্য আবশ্যক। ইঁহাদের মিলনে "ইউনিয়নিষ্ট" (Unionist) দলের উৎপত্তি। যে অল্‌স্টর (Ulster) এক সময়ে "ইউনাইটেড আইরিসমেন" দলের কেন্দ্র ছিল, তাহাই কালক্রমে "ইউনিয়নিষ্ট" দলের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মের গোঁড়ামি হইতেই এই সঙ্কীর্ণতার উৎপত্তি; সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্নপুষ্ট পাদরির দলও দিন দিন তাহা বাড়াইয়া তুলিতে ভুলিলেন না।

এদিকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। একে ত রাজনৈতিক দাসত্ব, তাহার উপর ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন; আর প্রতিকারের কোন উপায়ও হাতে নাই। দুঃখের বাঁধনে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারাই ক্রমে "ন্যাসনালিষ্ট" (Nationalist) দল গঠন করিলেন। তাঁহাদের আন্দোলন নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু বিজিত হইবার পর হইতেই যে আয়র্লণ্ডের দুর্গতির আরম্ভ এ কথা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই। স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা-সৃষ্টির চেষ্টা যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান মাত্র— এ ভাবও তাঁহাদের রক্তে মাংসে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ড যখন প্রেমালিঙ্গনে আয়র্লণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, "ইউনাইটেড আইরিসমেন" সভা তখনও একেবারে মরে নাই। রবার্ট এমেট একবার ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মরণ কামড় কামড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফলে তাহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইল। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আইরিসদিগকে দমন করিবার জন্য নিত্য নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়া আসিতেছে। ক্যাথলিকেরা দিনকতক একটু চুপ করিয়াছিল; শেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ওকনেল (O'Connell) প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত সমান অধিকার পাইবার জন্য বিপুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ওকনেল বৈধ আন্দোলনের একজন প্রধান পাণ্ডা। শুধু নৈতিক বলে জয় লাভ করা যাইবে, এই কথাই তিনি প্রচার করেন; তবে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের ভয় দেখাইতেও ছাড়েন নাই। দেশময় উত্তেজনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইংরাজ মন্ত্রিসভা বিচলিত হইয়া পড়েন। পাছে যথার্থই বিদ্রোহ হয়, সেই ভয়ে তাঁহারা ক্যাথলিকদিগকে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার দিয়া ফেলিলেন।

একবার কৃতকার্য্য হইয়া নৈতিক বলের উপর ওকনেলের অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। আয়র্লণ্ড যাহাতে

পুনরায় স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পায়, সেই জন্য তিনি আবার নূতন করিয়া আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে একসভা স্থাপন করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত ক্যাথলিক ও অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট তাঁহার দলে আসিয়া জুটিল। দেশময় সভা সমিতির বৈঠক বসিল। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু নৈতিক বল-প্রয়োগের ভয়ে আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। অধিকন্তু ওকনেল স্থাপিত সমস্ত সভাসমিতির অধিবেশন একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া শেষে ওকনেল আপনার জন কত বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এক হোটেলে প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি লজ্জার মাথা খাইয়া যখন তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন ওকনেল এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লিখিলেন—At breakfast, dinner and supper, let every Irishman recollect that he lives in a country where one Englishman's will is law." "ত্রিসন্ধ্যা আহারের সময় প্রত্যেক আয়র্লণ্ডবাসীই যেন স্মরণ রাখে, যে, সে যে দেশে বাস করে সেখানে একজন ইংরাজের খেয়ালই আইন।" ওকনেলের নৈতিক

বল-প্রয়োগ কিন্তু ক্রমাগতই ব্যর্থ হইতে লাগিল; শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে গিয়াও তাঁহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দেশের যুবকেরা কিন্তু নৈতিক বলের মোহিনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তাহারা ওকনেলের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'ইয়ং আয়র্লণ্ড' দল গঠন করিল। ডেভিস (Davis), ডফি (Duffy; ও মিচেল (Mitchel) এই দলের নেতা। কোন সাম্প্রদায়িক অভাবমাত্র দূর করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট সকলকেই এক জাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া আয়র্লণ্ডকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত আন্দোলন বিফল হওয়ায় দেশে তখন উৎসাহের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজও সর্ব্বতোভাবে আয়র্লণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের বীজ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সরকারী শিক্ষা বিভাগের অনুগ্রহে বিদ্যালয় সমূহ হইতে আয়র্লণ্ডের জাতীয় "গেলিক" ভাষা বহিষ্কৃত হইল এবং আয়র্লণ্ডের ইতিহাস ও স্বদেশী কবিতার পঠন পাঠনও নিষিদ্ধ হইল। আইরিস্ জাতির প্রাণ যাহাতে ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই হয়, সে বিষয়ে

যত্নের ত্রুটি হইল না। এ দিকে ব্যবসা বাণিজ্য ইংরাজের হস্তগত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। দারিদ্র্যে দেশ ভরিয়া গেল; দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল; কিন্তু দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইল না। দেশে থাকিলে যাহাদের অনাহারে মরিতে হয় তাহাদের দেশত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় কি? এই কারণে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক আয়র্লণ্ড ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

দেশের এই দুর্গতি দেখিয়া "ইয়ং আয়র্লণ্ডের" যুবকবৃন্দ দেশের লোককে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্ম-কুশল নেতার অভাবে সব আয়োজন বিফল হইল। মিচেল ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, এবং অন্যতম নেতা স্মিথ ওব্রায়েনের (Smith O'Brien) বিদ্রোহ চেষ্টাও অচিরে বিনষ্ট হইল।

যে দেশে বৈধ আন্দোলনে কোন প্রতিকার হয় না, এবং জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার উপায়ান্তর নাই, সেখানে স্বতঃই লোকে রাজনীতির উপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আয়র্লণ্ডেও কতকটা তাহাই হইল। সমস্ত চেষ্টা যে এতদিন ধরিয়া কেন বিফল হইতেছে, লোকে তাহাই

অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের ফলে সাধারণ প্রজাদিগের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহারা শুধু জনকতক নেতার কথায় অপরের সুবিধার জন্য প্রাণ দিতে যাইবে কেন? আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা সমস্তদিন খাটিয়াও অনাহারে মরে, না হয়, জমিদারের উৎপীড়নে দেশত্যাগী হয়, আর বিলাসী জমিদারেরা কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ লইয়া বিদেশে বাবুয়ানি করিয়া বেড়ায়। কৃষকদের এই দুর্দশা যদি না ঘুচে ত স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পাইলেই কি তাহাদের প্রাণ শীতল হইয়া যাইবে? জনকত হোমরা চোমরাকে লইয়া দেশ নহে; তাহাদের আবেদন বা আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। যিনি এই নূতন ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁর নাম লেলর (Lalor)। তিনি কৃষকদিগকে উপদেশ দিলেন,—"তোমরা জোর করিয়া জমি দখল কর। খাজনা দিও না। কেহ খাজনা আদায় করিতে আসিলে প্রতিপদে বাধা দাও।" প্রজা-শক্তি জাগিলেই যে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর, এ কথা অনেকেই বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন যে, জমিদারদিগের সহিত মিলিতে যাইয়াই মিচেল ও ওব্রায়েনের বিদ্রোহ-চেষ্টা বিফল হইয়াছে। জমিদারেরা নামে আইরিস

হইলেও কাজে আইরিস নহে। তাহারা বিদেশীর হাত হইতে মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু দরিদ্র স্বদেশীকে দাবাইয়া রাখিতে পরাঙ্মুখ নহে। যে বিপ্লব প্রজাতন্ত্র-মূলক নহে, তাহা এ যুগে নিষ্ফল হইবেই হইবে।

একদিকে কৃষিজীবিদিগের এই আন্দোলন চলিতে লাগিল, অপর দিকে "ইয়ং আয়র্লণ্ড" এর ভগ্নাবশেষ লইয়া একটি নূতন গুপ্তসভা গঠিত হইল। ইহার নেতারা সকলেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষ্টিফেন্স ও ও'মেলরীই প্রধান। বিপ্লব নিষ্ফল হইবার পর উভয়েই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারিসে ছিলেন। ষ্টিফেন্স (Stephens আয়র্লণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ফিনিয়ান (Fenian) গুপ্তসভা গঠন করিলেন। ওমেলরী (O'Malery) নিউ ইয়র্কে গেলেন। আমেরিকার অন্তর্বিগ্রহের সময় সহস্র সহস্র আইরিস উভয় দিকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকাংশই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ষ্টিফেন্স আমেরিকা হইতে অর্থ ভিন্ন অন্য কোনরূপ সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হন। অর্থ অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল; সুতরাং ষ্টিফেন্স যথাসময়ে তাঁহার লোকদিগকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতে পারিলেন না।

এই লইয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সভার কার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগের মধ্যে ১৩০০০ ও পুলিস বিভাগে ততোধিক ফিনিয়ান ছিল। কিন্তু সরকারী গুপ্ত পুলিসের হাত তাঁহারা এড়াইতে পারিলেন না। ষ্টিফেন্স ধৃত হইয়া জেলে গেলেন; সেখান হইতে তিনি প্রথমে ফ্রান্স ও পরে আমেরিকায় পলাইয়া যান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নেতৃবৃন্দের অধীনে পুনরায় বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহাও পূর্ব্ববৎ বিফল হইয়া যায়।

যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বিপ্লবের আয়োজন, তাহা ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আয়র্লণ্ডের দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট হইল। গ্লাডষ্টোন আইরিস কৃষক-দিগের অবস্থা উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তাঁহার আশা ছিল যে কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়া উঠিলে, তাহারা আর ফিনিয়ানদিগের সহিত যোগ দিতে যাইবে না। সে আশা কতকটা ফলবতীও হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর প্রকাশ্য-ভাবে আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহের চেষ্টা হয় নাই। আইরিস সভ্যেরা পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিয়াই আপনাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

পার্নেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আইরিস আন্দোলন আবার সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি শুধু প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; আয়র্লণ্ড ও আমেরিকাকে এ কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হোমরুল-স্থাপনের চেষ্টা জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান মাত্র। এই জন্যই ফিনিয়ানদিগের ভগ্নাবশেষ তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকটা নিজেরই দোষে যখন তাহার পতন হইল, তখন পার্লমেণ্টের আইরিস দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। লিবারেলদিগের ভোটের লোভে তাহারা পার্নেলকে নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিল, কিন্তু এই বিশ্বাস-ঘাতকতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমস্ত শক্তিই বিলুপ্ত হইল। তাহারা লিবারেলদিগের হাতে খেলার পুতুল মাত্র হইয়া রহিল।

বহুকাল পরে রেডমণ্ডের নেতৃত্বে আইরিসেরা আবার সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রেডমণ্ডের আদর্শ পার্নেলের আদর্শ হইতে পৃথক। পার্নেলের হোমরুলের মধ্যেও একটা স্বাধীনতার তীব্র গন্ধ ছিল। ব্রিটীস সাম্রাজ্যকে তিনি কখনও আপনার বলিয়া ভাবেন নাই। সাম্রাজ্যের সহিত আয়র্লণ্ডের যে কোন প্রাণের টান আছে,

এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন না। সাম্রাজ্যের গৌরব তাঁহার দেশের গৌরব নহে। আয়র্লণ্ডের আন্দোলনকে তিনি আইরিস জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু রেডমণ্ড আয়র্লণ্ডকে ব্রিটীস সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই দেখিতেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া আসিতেছে, তিনি আয়র্লণ্ডের জন্য তাহাই দাবী করিতেন। সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সংকল্প তিনি কখনও করেন নাই। কিন্তু আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। হোমরুল বিল কাগজে কলমেই আবদ্ধ রহিয়া গেল। শেষে বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে নিজের দেশবাসীর নিকটেই "England's recruiting sergeant" বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হইল। পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিয়া কতটুকু পাওয়া সম্ভব তাহা পার্নেল ও রেডমণ্ড দেখাইয়া গিয়াছেন। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে তাঁহারা সমগ্র আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি নহেন। যাহাদের লইয়া দেশের তিন-চতুর্থাংশ, সেই কৃষক বা শ্রমজীবীর প্রাণের ব্যথা তাঁহাদের কথায় সম্যক ধ্বনিত হয় নাই। তাঁহাদের আদর্শ ও কার্য্য প্রণালীর মূলেই বিফলতার বীজ

নিহিত ছিল। রেডমণ্ড যখন পার্লামেণ্টের দ্বারে হোমরুল ভিক্ষা করিতে ব্যস্ত, তখন হইতেই আয়র্লণ্ডের জন্য বিধাতা অলক্ষ্যে অন্য অস্ত্র শাণিত করিয়া তুলিতেছিলেন। উহার নাম সিন ফিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:•:—

সিনফিনের জন্মকথা

১৮৪৮ ও ১৮৬৭ সালের বিদ্রোহ চেষ্টা নিষ্ফল হইবার পর আয়র্লণ্ডে সকলেই একরূপ বুঝিলেন যে বাহুবলে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। এ দিকে পার্লামেণ্টে একশত বৎসর ধরিয়া বিধিসঙ্গত আন্দোলনের ফল দেখিয়া হতাশ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দয়া, ধর্ম্ম, সুবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার—এক কথায় দুর্ব্বল সবলের নিকট যে সমস্ত বুলি আওড়াইয়া কৃপা ভিক্ষা করে, সেগুলি পার্লামেণ্টের কানে সময়ে অসময়ে ধ্বনিত করিতে আইরিসেরা ছাড়ে নাই। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আইরিসেরা দেখিল যে জাতীয় পরাধীনতার ফলে তাহাদের পেটের ভাতও মারা যাইতে বসিয়াছে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভার বহনের জন্য ন্যায়তঃ তাহাদের যে কর দেওয়া উচিত, পার্লামেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে তাহার

অপেক্ষা বাৎসরিক ৭৫০,০০০ পাউণ্ড অধিক আদায় করিয়া লইতেছে। ইংরাজ ব্যবসাদারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আইরিস ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ের কাজকর্ম্ম চালান হইতেছে। আইরিসদের সওদাগরী জাহাজগুলি অনেক-দিন হইল মারা পড়িয়াছে। দেশে লোহা, কয়লা প্রভৃতি যা' কিছু খনিজ দ্রব্য ছিল সেগুলা বাহির হইলে পাছে ইংরাজ ব্যবসাদারদের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে দিকে ফিরিয়াও চান না। লোকসংখ্যা এত দ্রুতবেগে কমিয়াছে যে, ইউরোপে তাহার তুলনা মেলাই ভার। ইংরাজভক্ত "অল্‌ষ্টরেরই" লোকসংখ্যা সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রায় আধাআধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত দুর্ঘটনা চুপ করিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ যে কি, তাহা সকলেই জানে ও বুঝে, কিন্তু সেই সর্ব্বনাশা কারণ দূর করিরার সামর্থ্য যে কাহারও নাই!

তা' হোক, কিন্তু মানুষ সহজে হাল ছাড়েনা। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ তাহার আশ। স্বাধীনতা গিয়াছে, শ্রীসম্পদ গিয়াছে—কিন্তু জাতির প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুকধুক করে, ততক্ষণ সব ফিরিয়া পাইবার আশা যায় না। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা জাতির প্রাণ। আয়র্লণ্ডের সবই গিয়াছিল; কেবল

একেবারে যায় নাই গেলিক ভাষা। জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষীণ আলো ঐ দীপেই মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছিল। আয়র্লণ্ডের অতীত যুগের গৌরবকাহিনী, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের ইতিহাস ঐ ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। বিদেশী আসিয়া সবই কাড়িয়া লইয়াছিল; কেবল অতীতের গৌরবমণ্ডিত সুখস্মৃতিটুকু বহুদিন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা"র নাম দিয়া যেদিন হইতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় বিদ্যা-দান আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে "গেলিক" ভাষার কপাল পুড়িল। আইরিস ইতিহাসের পঠন পাঠন বন্ধ হইল; জাতীয়-ভাব-উদ্দীপক কবিতাদি পাঠ্যপুস্তক হইতে বহিস্কৃত হইল, এবং পিতৃপুরুষের নাম ভুলিয়া আইরিস বালকেরা আপনাদিগকে "ব্রিটিশ" নামে পরিচয় দিয়া গৌরব রোধ করিতে শিখিল। দুই এক পুরুষের মধ্যেই জাতীয় "গেলিক" ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন "সিনফিনের" উৎপত্তি। বিদেশীকে অস্ত্রবলে দেশ হইতে তাড়াইবারও সামর্থ্য নাই; আর তাহার দ্বারে "ধরণা" দিয়াও লাভ নাই দেখিয়া কয়েক জন আইরিস স্থির করিলেন যে, বিদেশীর প্রভুত্ব সর্ব্ব বিষয়ে অস্বীকার করিয়া আত্ম-

নির্ভরশীল হইয়া দেশের সমস্ত কাজ যথাসম্ভব নিজের হাতে করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ স্বদেশী ভাবাপন্ন হওয়ারই নাম, আইরিস ভাষায়—সিনফিন।

আইরিসেরা দেখিলেন যে, জাতীয় ভাব বাঁচাইতে গেলে আগে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য বাঁচাইতে হয়; এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "গেলিক লিগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যাথলিক হোক, প্রোটেষ্টাণ্ট হোক সকলেই এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। ধর্ম্ম বা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই সেখানে উঠিত না। "লিগ" শুধু জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রচারেই মনোযোগ করিতেন। কিন্তু জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাবও পুনর্জীবিত হইতে লাগিল; জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির সহিত গেলিক লিগের কোন সংশ্রব না থাকিলেও উহার প্রভাব ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একটা জাতি নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া যখন জাগিয়া উঠে, তখন তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

গেলিক লিগ স্থাপনের পর হইতেই নানা স্থানে "সাহিত্য-সভা" স্থাপিত হইতেছিল; সেগুলি প্রাচীন

"ইয়ং আয়র্লণ্ড" দলের ভাবেই রঞ্জিত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর্থার গ্রিফিথ "ইউনাইটেড আইরিসম্যান" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবল স্বদেশী ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে যেরূপ স্বতন্ত্র পার্লামেন্টের ব্যবস্থা ছিল, গ্রিফিথ তখন তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইলেও তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য বিপ্লবসৃষ্টির সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন:—"আয়র্লণ্ডের উপর ইংরাজের কোনও অধিকার আমরা স্বীকার করিব না। পার্লামেন্টে কোনও আইরিস সভ্য পাঠাইব না; কেননা তাহা হইলে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, ইংরাজের আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে আইন গড়িবার অধিকার আছে। তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমরা করিব না; অস্ত্রধারণ অন্যায় বলিয়া নহে, সে সামর্থ্য আমাদের আপাততঃ নাই বলিয়া। আমাদের জাতীয় জীবন আমরা আত্মশক্তিবলে গড়িয়া তুলিব। প্রথমে মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে; রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

গ্রিফিথ নিজে স্বতন্ত্র পার্লামেন্টমূলক রাজতন্ত্রের পক্ষ-

পাতী হইলেও যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী তাঁহাদের প্রবন্ধাদিও "ইউনাইটেড আইরিসম্যানে" প্রকাশিত ও আলোচিত হইত।

এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে আয়র্লণ্ডে কতকগুলি নূতন নূতন স্বদেশী দল গড়িয়া উঠিতেছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত Cumann na nGeadhal (কুমান না গেডাল) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মুখ্যতঃ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যায়াম-চর্চ্চা ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার এবং গৌণতঃ আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলে এ আদর্শ স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল—"সাময়িক রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রাখা চাই। দেশের বুকের উপর বসিয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছে, তাহাদের অস্বীকার করিব বলিলেই তো আর তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। দেশের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যখন একদিন না একদিন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন শুধু জাতীয় সাহিত্য ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির দিকে মন দিলে চলিবে না, দেশকে সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।" এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য Cumann na Gaedhal (কুমান্

না গেড়াল) সভার তৃতীয় বর্ষিক অধিবেশনে (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) গ্রিফিথ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে। সভায় স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আর যাহাতে আইরিস সভ্য না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পার্লামেণ্টের আইরিস সভ্যেরা স্বদেশের এই অপমানজনক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেশে থাকিয়া দেশরক্ষায় ব্রতী না হন, ততদিন যেন বিদেশবাসী আইরিসেরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য না করেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে সিনফিনের জন্ম। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডবলিন শহরে জাতীয় পরিষদের (National Council) প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে, ৩০০ সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া আয়র্লণ্ডের এক পার্লামেণ্ট গঠিত হউক। ইংরাজী পার্লামেণ্টের যে সমস্ত আইরিস সভ্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যাইতে অস্বীকৃত, তাঁহারাও এ নূতন পার্লামেণ্টের সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। দেশের মধ্যে যত মিউনিসিপ্যালিটী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভা আছে সেগুলি যাহাতে এই পার্লামেণ্টের আদেশ অনুসারে চলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আইন ভঙ্গ না করিয়াও যে যে উপায়ে আয়র্লণ্ডকে কার্য্যতঃ ইংরাজের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা যায় জাতীয় পরিষদ তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, প্রথমতঃ শিক্ষার ভার নিজেদের হস্তে লইয়া এমন একদল যুবককে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহারা দেশের কৃষি, শিল্পবাণিজ্য ও শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতে পারে। কাউন্‌টী সভার (County Council) তত্ত্বাবধানে যত কিছু কর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মে প্রতি-যোগী পরীক্ষার ফলে এই সমস্ত যুবককে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ ইহাদের দ্বারা একটা "আইরিস সিভিল সার্ব্বিস" গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দূত রাখিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আইরিস ব্যাঙ্কসমূহ যদি আইরিস শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ না দেয়, তাহা হইলে লোকে যাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আইরিসদিগের তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বদেশী শিল্পরক্ষার জন্য আয়র্লণ্ড হইতে ইংরাজী পণ্য বহিষ্কার করিতে হইবে এবং বিচার ভিক্ষার জন্য যাহাতে ইংরাজের দ্বারে না যাইতে হয়, সে জন্য 'সালিসী' বিচারালয় স্থাপিত

করিতে হইবে। এক কথায়, দেশের মধ্যে নিজেদের একটী স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সিনফিনের প্রথম অবস্থার কার্য্য-প্রণালী।

দুই বৎসর কাজকর্ম্ম বেশ উৎসাহের সহিত চলিল; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিনফিনের চীৎকার যেন অরণ্যে রোদন হইয়া দাঁড়াইল। ন্যাসনালিষ্ট (Nationalist) দলের নেতা রেডমণ্ড তখন পার্লামেণ্টের নিকট হইতে হোমরুল আদায় করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ। সিনফিনের নেতারাও স্থির করিলেন যে, এ সময় রেডমণ্ডকে বাধা দিয়া হোমরুল প্রাপ্তির অন্তরায় হওয়া সমীচীন নহে।

১৯১০ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সিনফিন একরূপ নির্জীব হইয়াই পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ধীরে ধীরে আয়র্লণ্ডে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। তাহারাই ক্রমে ক্রমে সিনফিনের সহিত মিলিত হইয়া সিনফিনকে পুষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

সিনফিনের পরিণতি

সিনফিন যে প্রথমাবস্থায় সমগ্র আইরিস জাতির সহানুভূতি পায় নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিকে ইহারা তত দৃষ্টি রাখে নাই। কিন্তু সারা ইউরোপে শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডেও একটা প্রবল শ্রমজীবীদল গড়িয়া উঠিতেছিল; ও' কনলীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া ইহারা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে একটা প্রজাতন্ত্র-মূলক সোসিয়ালিষ্ট দল গঠন করিয়া তুলে। প্রথম অবস্থায় সিনফিন দলের সঙ্গে এই শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার আশা করেন তাঁহারা কতদূর ভ্রান্ত। পতিত দেশের উদ্ধার করিতে গেলে, দেশের মধ্যে যাহারা পতিত, তাহাদেরই উদ্ধার আগে করিতে হয়।

আয়র্লণ্ডের পুরাতন বিপ্লবপন্থীদের ভগ্নাবশেষগুলি ক্রমে ক্রমে এই শ্রমজীবী সংঘের সহিত মিলিত হইয়া একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিল। যাহারা হোমরুলের আশায় রেডমণ্ডের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হোমরুল বিলের রূপ দেখিয়া তাঁহারাও অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু এই ভাঙ্গা-চোরা হোমরুল বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য অলষ্টর-বাসিগণ যখন অস্ত্র ধারণের ভয় দেখাইল, এবং গোপনে তাহারা কামান বন্দুক সংগ্রহ করা সত্ত্বেও যখন ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন না, তখন ন্যাশনালিষ্ট দলের অনেকেই বিপ্লবপন্থী হইয়া দাঁড়াইলেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ইউরোপে তুমুল সংগ্রামের তুরীভেরী বাজিয়া উঠিল। বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মানীর যুদ্ধ যে একদিন অনিবার্য্য, একথা দুই তিন বৎসর হইতে অনেকেই বুঝিয়াছিল। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হইল, তখন যদি রেডমণ্ড জিদ ধরিতেন যে হোমরুল কার্য্যে পরিণত না হইলে আয়র্লণ্ড হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে হয় ত হোমরুলের এমন অকাল-মৃত্যু ঘটিত না, কিন্তু তিনি নিতান্ত ভদ্রলোকের মত ইংলণ্ডের কথার উপর নির্ভর করিয়া আইরিসদিগকে

সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ফলে ৪০ হইতে ৫০ হাজার আইরিস সৈন্য সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে ছুটিল। সিনফিনদিগের মুখপত্র এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে যে ইহার ফল বিষময় হইবে :—"If England wins this war she will be more powerful than she has been at any time since 1864 and she will treat Ireland which kissed the hand that smote her as such as Ireland ought to be treated."

'ইংলণ্ড যদি এ যুদ্ধে জয়ী হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পর এমনটি আর হয় নাই ; এবং যে আয়র্লণ্ড ঘাতকের হস্ত লেহন করিয়াছে তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত সেইরূপই করিবে।'

আজ আয়র্লণ্ডের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে।

সিনফিনদিগের মুখপত্রে অন্যত্র লিখিত হয়—"যুদ্ধের সময় আইরিস স্বেচ্ছা-সৈনিকগণকে যদি আয়র্লণ্ড রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা আইরিস সেনাপতির অধীনে ও আইরিস পতাকার তলে তাহা করিবে। আর

তাহা না হইলে তাহারা আপনাদের দেশের দাসত্ব চিরস্থায়ী করিবে মাত্র।"

যুদ্ধ-ঘোষণার তিন মাস পরে সিনফিন, শ্রমজীবী ও প্রজাতন্ত্র দলের সমস্ত সংবাদ-পত্র পুলিসে বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আইরিসদের বিদেশ যাত্রা করা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। রেডমণ্ডের ন্যাশনালিষ্ট দল ও অলষ্টরের ইউনিয়ানিষ্ট দল ইংলণ্ডের সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য-সংগ্রহের পক্ষপাতী আর সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রের দল উহার বিরোধী রহিলেন। অবস্থার চাপে পড়িয়া ক্রমশঃ সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রবাদীরা এক হইয়া উঠিতেছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে গ্রিফিথ একখানা নূতন সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়া ইংরাজ-স্বার্থের বিরুদ্ধ মত প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সেখানের প্রচার বন্ধ করিতে হয়।

এদিকে ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-সমূহের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য উচ্চকণ্ঠে আয়র্লণ্ডবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের মনে শুধু এই কথাই উঠিতে লাগিল—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের জন্য যাহাদের এত গভীর সহানুভূতি, তাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য কিছু করে

না কেন? ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা চিরদিনই সন্দিহান; এখন তাহাদের বেশ দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, হোমরুল-বিল পুঁথির মধ্যেই থাকিয়া যাইবে; কাজে কখনও লাগিবে না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই, বিরোধী সংবাদপত্রের পরমায়ু নিতান্তই অল্প। শেষে গ্রিফিথ "Scissors and Paste" নাম দিয়া এক সংবাদ পত্র প্রচার আরম্ভ করেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য শুধু একটী মাত্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল—বাকি সমস্ত সংবাদাদি অন্যান্য সংবাদ-পত্র হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু সেই একটীমাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আয়র্লণ্ডের মনের কথা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল:—

"It is high treason for an Irishman to argue with the sword the right of his small nationality to equal political freedom with Belgium or Servia or Hungary. It is destruction to the property of his printer now when the argues it with the pen, Hence while England is fighting the battle of the small nationalities, Ireland is reduced to Scissors and Paste, Up to the present the sale and

use of these instruments have not been prohibited in Ireland."

"বেলজিয়াম, সার্বিয়া বা হাঙ্গারীর মত স্বাধীনতা পাইবার জন্য আইরিসেরা যদি তরবারি লইয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলে তাহার নাম রাজদ্রোহ; সে স্বাধীনতার কথা লইয়া যদি সংবাদ-পত্রে বিচার বিতর্ক করে, তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তাই ইংলণ্ড যখন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ নিরত, তখন আয়র্লণ্ডকে 'কাঁচি ও কাতি' সার হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ওগুলির ক্রয় ও ব্যবহার আয়র্লণ্ডে এখনও নিষিদ্ধ হয় নাই।"

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ পত্রখানিও অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভাবপ্রচার কার্য্য বন্ধ হইল না। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়া আইরিস-দিগের দ্বারে দ্বারে স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ফলে আয়র্লণ্ডে যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈন্যের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা রেড্‌মণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রহিলেন, যাঁহারা ইংলণ্ডের সাহায্য-প্রয়াসী, তাঁহাদের নাম হইল ন্যাশনাল ভলণ্টিয়ার্স। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে একদিন যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্ততঃ

অলষ্টারের হাত হইতে হোমরুল বিলকে বাঁচাইতে হইলেও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে, এই বিশ্বাস বুকে লইয়া আইরিস ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতা জেমস্ ও'কনলীর সহিত প্রজাতন্ত্রীদলের তখনও একটা বোঝাপড়া হয় নাই। ও'কনলী শুধু জাতীয় পতাকা, জাতীয় পার্লামেন্ট বা জাতীয় স্বাধীনতার নামে ভুলিতে চাহিতেন না। তিনি বলিতেন যে, যে জাতীয় স্বাধীনতার ফলে আপামর-সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আপন আপন জীবন স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিবার শক্তি না আসিবে, সে স্বাধীনতায় শুধু শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য লাভ হইবে মাত্র; তাহার জন্য মরিয়া লাভ নাই।

এদিকে পিয়ার্সের (P. H. Pearse) শিক্ষার ফলে আইরিস ভলান্টিয়ারগণও ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল। যে উলফটোন আইরিস স্বাধীনতার ভাব-কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার শিক্ষা বিশ্লেষণ করিয়া পিয়ার্স দেখাইতে লাগিলেন যে, ও'কনলীর শিক্ষার সহিত উহার মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই; উলফটোন শুধু শ্রেণী-বিশেষের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়া যান নাই; সর্ব্ব-

শ্রেণীর স্বাধীনতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। "Let no man be mistaken as to who will be lord in Ireland when Ireland is free. The people will be lord and master." "If the men of property will not support us, they must fall; we can support ourselves by the aid of that numerous and respectable class of the community, the men of no property."

"আয়র্লণ্ড স্বাধীন হইলে কর্তৃত্ব কাহার হাতে আসিবে, এ বিষয়ে যেন আমাদের ভুল ধারণা না থাকে। প্রজা-সাধারণই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবে।' "ধনী সম্প্রদায় যদি আমাদের সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য। যাহারা অর্থসম্পদহীন সেই বহুসংখ্যক ভদ্রশ্রেণীর সাহায্যের উপর আমরা নির্ভর করিব।" বলা বাহুল্য অর্থসম্পদহীন ভদ্রশ্রেণী অর্থে শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

পিয়ার্স এবং ও'কনলীর শিক্ষার ফলে প্রজাতন্ত্রের দলের সহিত শ্রমজীবীদল একীভূত হইয়া গেল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আয়র্লণ্ডে ইহারা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সিনফিন দলের সহিত এ বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু বিপ্লব যখন দমন করা হইল, তখন সিনফিন দলের নেতারাও দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিদ্রোহের সময় আয়র্লণ্ড সম্পূর্ণরূপে সিনফিন বা প্রজাতন্ত্রমতাবলম্বী হয় নাই। রেড্‌মণ্ডের ন্যাসনালিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল; বিদ্রোহের পর বেশ বুঝা গেল যে, হোমরুল বিল কার্য্যে পরিণত হইবার আর বড় আশা ভরসা নাই। প্রজাতন্ত্রবাদীদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; বিদ্রোহ থামিবার অল্প দিন পরেই একটা গুপ্ত বিচারের পর পিয়ার্স, ও'কনলি ও অপর তের জন নেতাকে গুলি করিয়া মারা হইল! দেশময় ধরপাকড় আরম্ভ হইল; ৩০০০ জনকে কারাবদ্ধ করিয়া দেশান্তরিত করা হইল। বিদ্রোহ-দমন কার্য্যটা বেশ জাঁকজমকের সহিতই সম্পন্ন হইল।

আয়র্লণ্ড চুপচাপ করিয়া দেখিল। শেষে ক্রমে ক্রমে সকলের মাথায় এই কথাটা ঢুকিল যে, এতগুলা লোককে যে গুলি করা হইল, ইহারা যদি ইংরাজ হইত ত প্রকাশ্য বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হইত; জর্ম্মাণ হইলে ইহারা যুদ্ধের বন্দীর মত ব্যবহার পাইত, কিন্তু পরাধীন আয়র্লণ্ড-বাসী বলিয়াই ইহাদের আজ এই বিড়ম্বনা। শেষে ইংল-

ণ্ডের প্রধান সচিব যখন পার্লামেন্টে ঘোষণা করিলেন যে, আইরিস বিদ্রোহীদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহার সাধারণ ইংলণ্ডবাসীর অভিপ্রায়-সঙ্গত, তখন আয়র্লণ্ড একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। লোকে শুধু দুঃখ বা রাগ প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। যাহারা পূর্ব্বে ও'কনলী বা পিয়ার্সের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহারাও বুঝিতে চাহিল যে, অকাতরে এ লোকগুলা এমন করিয়া প্রাণটা দিল কেন? সিনফিন সাহিত্য পড়িবার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। লোকে ক্রমে ক্রমে বুঝিল যে, উলফটোন হইতে আরম্ভ করিয়া পিয়ার্স, ও'কনলী পর্য্যন্ত সকলেই আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে; হাজার হাজার সৈন্য যে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিল—তাহারা বৃথায় মরিয়াছে। কিন্তু অস্ত্রবলে ইংরাজকে তাড়ান ত সম্ভব নয়। সিনফিন যে ইংরাজ-শাসন কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতে বলিতেছে—সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শাসনপ্রণালীর ধূয়া ধরিলে আর চলিবে না। যাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য প্রাণ দিয়াছে—তাহাদের প্রচারিত প্রজাতন্ত্রই আদর্শ বলিয়া মানিতে হইবে।

সারা আয়র্লণ্ডের মনে দেখিতে দেখিতে যে পরিবর্ত্তন

ঘটিল, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বড় একটা সংবাদ রাখিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, রাজনৈতিক কয়েদীদের ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে একটা হোমরুলের বন্দোবস্ত করিলেই দেশ শান্ত হইয়া যাইবে। কয়েদীরা ছাড়া পাইল, প্রধান মন্ত্রী বলিলেন যে, অচিরে আয়র্লণ্ডের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু তিনি রাজ্যময় সকল দলের কাছেই তাহাদের মনোমত এক একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞার আর কাহারও নিকট মূল্য রহিল না।

১৯১৭ সালে সিনফিনের কর্ত্তৃপক্ষগণ আবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। "জাতীয়তা" (Nationality) নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক বাহির হইল। এবার দেশশুদ্ধ লোক তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে যাহারা কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা আয়র্লণ্ডের বিরোধী; সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিল যে, পার্লমেণ্টে গিয়া বক্তৃতা দিয়া আর কোনও লাভ নাই। সিনফিন-নির্দ্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ বলিয়া সকলে মানিয়া লইল। এদিকে 'আইরিস নেশনাল লিগ' নামে সিনফিন-ভাবাপন্ন একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়া উঠিল। অন্যান্য দেশের নিকট আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া ও আয়র্লণ্ডের আত্মশক্তির পরিপুষ্টি-সাধন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আয়র্লণ্ডে যাহাতে

বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ (conscription) না চলিতে পারে, ও আয়র্লণ্ড যাহাতে দুই ভাগে বিভক্ত না হয়, তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সমগ্র আয়র্লণ্ডই সিনফিন-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ ১০।১২ খানি কাগজে সিনফিন মতবাদ সমর্থিত হইতে লাগিল। পার্লামেণ্টে যখন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আসিল, তখন সিনফিনেরই জয় হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আবার ভাবিত হইয়া পড়িলেন; শেষে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করাই স্থির করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন তাহাতে খণ্ডিত হইল না। সিনফিন শান্তি সমিতির (Peace Conference) নিকট বিচার-ভার দিবার জন্য ডাবলিনে এক সভা আহ্বান করিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাঙ্গাচোরা হোমরুল খাড়া করিয়া বলিলেন—'হয়, ইহা গ্রহণ কর; নয় সমগ্র আয়র্ল-ণ্ডের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া তাহাদের মনোনত একটা প্রস্তাব খাড়া করুক। সিনফিন দলকে এই প্রতিনিধি সভায় পাঁচ জন মাত্র সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইল, অথচ আয়র্লণ্ডে তখন সিনফিন মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক;—কাজে কাজেই সিনফিন এই সভায় যোগদান

করিল না। এদিকে আবার নূতন করিয়া "আইরিস ভলান্টিয়ারের" দল সরকারী পক্ষ হইতে সহস্র বাধা সত্ত্বেও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'ন্যাসনালিষ্ট' ভলন্টিয়ারদের নিকট হইতেও অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় তাহারাও মনে মনে ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধী হইয়া উঠিল।

সরকারী প্রতিনিধি সভার বিচার-বিতণ্ডা একদিকে চলিতে লাগিল, অপরদিকে সিনফিনদল আপনাদের এক সভা আহ্বান করিয়া ডি, ভ্যালেরাকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করিলেন। ডি, ভ্যালেরা প্রথমে প্রজাতন্ত্রবাদী বিপ্লবপন্থী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সিনফিনের সভাপতিত্ব-গ্রহণে প্রমাণিত হইল যে, সিনফিনদল ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রবাদী হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিপ্লবপন্থীরাও বিদ্রোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সিনফিন-মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান সিনফিনের আরম্ভ। উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ডি, ভ্যালেরা বলিয়াছেন—"সিনফিন অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সে চেষ্টা সফল হইবার পর সমস্ত আইরিস জাতি মিলিয়া যে শাসন প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইবে তাহাই গ্রাহ্য হইবে। ইংলণ্ড বা অন্য কোনও বিদেশী শক্তির

আয়র্লণ্ডের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার শক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না; ইংলণ্ড সৈন্যবল বা অন্য কোনও শক্তি দ্বারা আয়র্লণ্ডকে পরাধীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, তাহারা যে কোনও উপায়ে হোক সে শক্তির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে; আয়র্লণ্ডের জনসাধারণ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত এক প্রতিনিধি সভার উপর সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার অর্পিত হইবে।

পুরাতন সিনফিন হইতে এই নূতন সিনফিন দুই এক বিষয়ে পৃথক। পূর্ব্বে সিনফিন একমাত্র স্বাবলম্বনেরই পক্ষপাতী ছিল; এখন ইহা শান্তি-সভা প্রভৃতি বহিঃ-শক্তিরও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হইল না। পূর্ব্বে ইহা অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী ছিল না; এখন সে কথার উপর আর বড় একটা জোর দিল না।

সিনফিন দল যখন ক্রমে দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য খাদ্যদ্রব্য দেশের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিতে লাগিল, তখন সাধারণ লোকে উহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ আয়র্লণ্ডের শাসন-প্রণালী স্থির করিবার জন্য যে প্রতি-নিধি-সভার (Convention) আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা পরিণামে নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইলেও, যখন আইরিস-দিগকে বাধ্য করিয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার কথা উঠিল,

তখন আয়র্লণ্ডের সর্ব্বসাধারণ তাহাকে বাধা দিবার জন্য সিনফিনের সহিত যোগ দিল। ফলে ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের মানসিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। সেইদিন হইতে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে, আজও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১। **নির্ব্বাসিতের আত্মকথা**—২য় সংস্করণ; বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাস, লাট সাহেবের ট্রেণে বোমা মারা প্রভৃতি সমুদয় ঘটনা সরস ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ টাকা।

২। **উনপঞ্চাশী**—সামাজিক ও রাজনৈতিক নক্সা। কমলাকান্তের দপ্তরের পর বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

৩। **জাতের বিড়ম্বনা**—বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রণালীর অসারত্ব ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মূল্য ৷৹

৪। **অনন্তানন্দের পত্র**—সামাজিক ভণ্ডামির চিত্র - মূল্য ৷৹

৫। **ধর্ম্ম ও কর্ম্ম**—মায়াবাদ যে ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, সংসার যে মরীচিকা মাত্র নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

৬। **বর্ত্তমান সমস্যা**- ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতে অসহযোগী আন্দোলন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে যে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

আত্মশক্তি লাইব্রেরী

৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আত্মশক্তি লাইব্রেরী

৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দের, শ্রীঅরবিন্দের, মতিলাল রায়ের বারীন্দ্রের, সুরেশচন্দ্রের, জ্যোতিশচন্দ্রের, নব যুগের ন[illegible] লেখক মাত্রেরই প্রণীত পুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

অর্ডার দিলে সকল প্রকার পুস্তকই সরবরাহ করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়